দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 11 APR 2012
পৃষ্ঠা ২৫ কলাম ৩

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

পঁচিচল্লিশ বছরে সমাবর্তন তিনবার

● বারেক কায়সার

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৪৬ বছরের মধ্যে সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে মাত্র তিনবার। সর্বশেষ গত তিন বছর আগে অনুষ্ঠিত হয় ৩য় সমাবর্তন। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ১৯৬৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ৪৫ বছর অতিক্রম করলেও সমাবর্তন হয়েছে মাত্র তিনবার। এর ফলে আটকে আছে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর সনদ প্রদান। শিক্ষা জীবন শেষ হলেও সাময়িক সনদ নিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। কাগজে-কলমে প্রতিবছর সমাবর্তন হওয়ার কথা থাকলেও তা প্রশাসনিক আগ্রহ না থাকায় থেমে আছে।

সূত্রে জানা গেছে, প্রতিষ্ঠার ২৮ বছর পর ১৯৯৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মত সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ১২০০ শিক্ষার্থীর হাতে সনদপত্র তুলে দেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বেগম খালেদা জিয়া। এর পাঁচ বছর পর ১৯৯৯ সালে অনুষ্ঠিত হয় ২য় সমাবর্তন। ওই সময় ১৫০০ শিক্ষার্থীর হাতে সনদপত্র তুলে দেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয় চ্যান্সেলর শেখ হাসিনা। ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত হয় ৩য় সমাবর্তন। এতে ৮০০ শিক্ষার্থীর হাতে সনদপত্র তুলেদেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বিশ্ববিদ্যালয় চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ। ৩য় সমাবর্তন অনুষ্ঠানের চার বছর পার হলেও এখন পর্যন্ত চতুর্থ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

এ প্রসঙ্গে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের পাস করে যাওয়া ইসরাত জাহান এলিন ও নুসরাত জিমি অভিযোগ করে বলেন, সাময়িক সনদপত্র নিয়ে চাকরির জন্য আবেদন করতে পারছি না। তাই মূল সনদপত্রের জন্য এসেছি। কিন্তু প্রশাসনিক ঝামেলার কারণে দেরি হবে বলে জানিয়েছে। নিয়মিত সমাবর্তন হলে আমাদের আর এ রকম ঝামেলায় পড়তে হতো না।

প্রশাসন সূত্র জানায়, প্রশাসনের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, অদূরদর্শিতা ও কর্তাব্যক্তিদের অনীহার কারণেই সমাবর্তনের আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে কয়েক বছর পর এটি অনুষ্ঠিত হলেও কয়েক হাজার শিক্ষার্থীর সনদপত্র একই সাথে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেয়া সম্ভব হয় না। ফলে উক্ত অনুষ্ঠানের ভাবগাম্ভীর্য যেমন নষ্ট হয় তেমনি এর উদ্দেশ্যও সফল হয় না। তাই প্রতিবছর এর আয়োজন করা প্রয়োজন।

এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিম আরিফ বলেন, সমাবর্তন করতে পৃথক একটি বাজেট দরকার হয়। এছাড়া এটি যেহেতু একটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, তাই আমি চেষ্টা করব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমাবর্তনের আয়োজন করার।